আজকের কাগজ

তারিখ ..30 JUL 1995 ....
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ২....

নকল প্রতিরোধে শিক্ষক, প্রশাসন ও ভিজিল্যান্স টীমের মধ্যে দূরত্ব ঃ ফলাফল নেতিবাচক

পরিতোষ হালদার

ঘুষ, সন্ত্রাস এসব নব্য সংস্কৃতির পাশাপাশি নকলও আজ একটা সংস্কৃতি হিসেবে আত্মপ্রকাশিত। যদিও পপ, রক, ব্যান্ড শো, ডিশ প্রভৃতি অনুপ্রবেশিত অপসংস্কৃতির থেকেও তা অধিকমাত্রায় বিপদ জনক। ঘুষ, সন্ত্রাসের মতো নকল প্রবণতাও এ দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত এবং এরা পরস্পর সম্পর্কিত, পরস্পর সম্পূরক এবং পরিপূরক।

নকল ছিলো— তা ছিলো জননিন্দিত। আজ নকল নন্দিত কেনো? কেনো সকল প্রবণতা কোমলমতী ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি পর্বকে এক হীনমন্যতায় ভরে তুলেছে? কেনো তারা পাঠ বিমুখ নকল নির্ভর পাসে আকৃষ্ট হচ্ছে? এ সব প্রশ্নের উত্তর এবং তার সমাধান আজ জাতির কাছে এক জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একাডেমীক শিক্ষা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা একটা দেশের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। এ দেশের অধিকাংশরা মনে করে তদবির এবং ঘুষের জোরে চাকরি প্রাপ্তি অবশ্যই সম্ভব এবং চাকরির জন্যে চাই কতগুলো পাস। পাস যদি পাঠ বিহীন নকলের মাধ্যমে হয় এবং নকল যদি নিষ্কন্টক হয় তা হলে নকল দুষ্টব্যাধির মতো সমাজকে গ্রাস করবেই। ১৯৭২ থেকে আজতক নকল মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ালেও একটা চমৎকার নেশা ধরিয়ে দিতে পেরেছে ছাত্র সমাজের মন ও মস্তিষ্কে। রাজনীতিতে সিংহাসন নিষ্কন্টক ও প্রাপ্তির স্বার্থে সরকার তথা রাজনৈতিক দলের প্রথম অবলম্বন ছাত্র সমাজ। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনের ক্ষেত্র করে দিয়ে ছাত্রদের একটা অংশকে করে তুলেছে কমবেশি বিরাজমান। এ সব সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নকলের সুযোগ করে দেয়ার একটা নৈতিক দায়িত্ব এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো পালন করে। আবার দলের নেতাদের বক্তব্যে নকল হচ্ছে নিন্দিত কিন্তু কৌশলগত দিকে নকল নন্দিত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক প্রকার ফাঁকির মনোবৃত্তি। এ ফাঁকি যারা এ ব্যবস্থা তৈরি করেছে তাদের মধ্যেতো আছেই এবং তৈরি করা ফাঁপা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিমন্ডলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আজ ফাঁকি বাজ। আমাদের জ্ঞানী-গুণী ক্ষমতাপ্রাপ্তরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যাতে সব শিক্ষার্থীরা সমতার মানদণ্ডে বিবেচ্য হতে পারে। কেউ পড়ছে জরাজীর্ণ বেসরকারি স্কুল কলেজে। কেউ সরকারি স্কুল কলেজে, ক্যাডেট কলেজ একাডেমীতে। যারা আরো উচ্চবৃত্তের অর্থাৎ যারা অসম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেসক্রিপসন দিয়ে জাতিকে বিকলাঙ্গ করে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার পড়ছে বাইরে অর্থাৎ দেশের বাইরে অতি আধুনিক পরিমণ্ডলে।

শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে চাই পড়াশুনা আর পড়াশুনার ভেতর আছে এক গভীর আনন্দ যা পবিত্র এবং নির্মল। আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ সেই আনন্দ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেই বেশি আগ্রহী। জ্ঞান অর্জনে তারা আর কৌতূহল বোধ করে না। আমাদের সমাজ, যুব সমাজ, ছাত্রসমাজ সব কিছুতেই একটা সোজা রাস্তা ধরতে আগ্রহী। এখন এদেশে বড় লোক হবার জন্য সোজা রাস্তা ঘুষ, নেতা হবার জন্য সন্ত্রাস, জয়ী হবার জন্যে কারচুপি, শিল্পী হবার জন্যে ব্যান্ড মিউজিক আর পাস করে তথাকথিত শিক্ষিত হবার জন্যে নকল। এসএসসি টিক পদ্ধতিতে পাস করে ছাত্ররা প্রথম দরোজা ডিঙিয়ে এসে একটা প্রবল ধাক্কা খাচ্ছে, যে ধাক্কা তাদের বাঁ হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে আরো নকল।

এভাবে নকল আস্তে আস্তে প্রভাবিত করছে বেশির ভাগ ছাত্রদেরকে তথা জনগণকে। পরীক্ষায় যাত্রা পূর্বে পিতা কর্তৃক পুত্র আশীর্বাদিত হচ্ছে— 'একটু সাবধানে করিস বাবা'। কন্যা দায়গ্রস্ত বাবা-মা কন্যাকে নকলে পাস করিয়ে এনে সুন্দর কনে সাজিয়ে যোগ্য জামাই খুঁজছে। দেখতে দেখতে নকল আজ শিক্ষকদের দেখেও না দেখার প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এভাবে নকল আজ প্রায় অপ্রতিরোধ্য, যেমন অপ্রতিরোধ্য ঘুষ, সন্ত্রাস। সেই গোয়েবেলসের সূত্র হতে একটা মিথ্যা কথা চালিয়ে যাও দেখবে শুনতে শুনতে ওই মিথ্যাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

আজ স্কুল কলেজের পরীক্ষায় নকল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। নকল, নকলের ক্রিয়াশীল দিক, নকল প্রতিরোধ, নকলকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি এসব কিছু পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের একটি ভাবিত বিষয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে— ছাত্ররা লিখছে কেউ দেখে কেউ না দেখে শিক্ষকরা যতোটুকু পারছে সামাল দিচ্ছে। হঠাৎ জেলা শহর থেকে একটা ঘাতক গাড়ি কেন্দ্রে ঢুকে পড়লো। ছত্রীসেনার মতো কয়েকজন সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলো। তারা ৩ ঘন্টায় দশ বারোজন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করে অধ্যক্ষের আপ্যায়নে খেয়েদেয়ে শহরে ফিরে গেলো। তারপরের দিন আবার এলো আবারো দশ বারোজন আবারো আপ্যায়ন, তারপর আবার,.........। এভাবে পরীক্ষা শেষ হলো সরকারের মনে বদ্ধ ধারণা জন্মালো আমার প্রশাসন এবার চমৎকার ভূমিকা রেখেছে। পত্রিকায় বিরাট হেডলাইন 'সরকার এবার চলতি পরীক্ষায় কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে। সারা দেশে ৩০ হাজারের মতো ছাত্র ছাত্রী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিস্কৃত। এভাবে কি শেষ পর্যন্ত নকল প্রতিরোধ সম্ভব? রেকর্ড পরিমাণ বহিষ্কার হচ্ছে কিন্তু নকল প্রবণতা কমছে না।

সরকার বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন এবং ভিজিল্যান্স টীমের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা করছেন। নকল প্রতিরোধে তাদের পদক্ষেপ তথা পরীক্ষা কেন্দ্রে তাদের যাবতীয় আচরণ আলোচনা অবশ্যই বিবেচ্য।

একটা হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যদি মনে করেন ছাত্রদের নকল করতে দিবেন না তা হলে কোনো ছাত্রের পক্ষে নকল করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষকদের চোখের সামনে ছাত্ররা আজ নকল করছে। শিক্ষক এ ব্যাপারে কখনো উত্তপ্ত কখনো উত্তাপহীন। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাকে জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেবার মহান দায়িত্ব চিরকালই শিক্ষকদের কাঁধে। কিন্তু শিক্ষকরা আজ এসব হীনমন্যতার নষ্টবৃত্তে আবদ্ধ কেনো? নকল দেখতে আজ তা গা সওয়া হয়ে গেছে।

যে শিক্ষক সারা বছর পড়াশুনা করে তাঁর ছাত্রদের পড়ায় সেই শিক্ষকের চোখের সামনে ওই ছাত্ররা নকল দেখে ওই সব বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর তুলবে আর তা চোখ চেয়ে দেখবে তা কতো বড়ো পরিতাপের বিষয় সংশ্লিষ্টরা একবার ভাবুন। যেসব কারণে নকলের উদ্ভব হয়েছে এবং তা বিস্তার লাভ করেছে তার কোনোটির জন্যে শিক্ষকরা দায়ি নয় কিন্তু পাশপাশি নকল প্রতিরোধে তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে তা অবশ্যই তাদের পালন করা উচিত।

বেসরকারি স্কুল-কলেজে চাকরিরত ব্যক্তিরা আজ অর্থনৈতিক দৈন্যদশার শিকার। বেতন বলতে যা বুঝায় তা সারা বছরে মেরে কুটে পাঁচ ছয় মাসের হয় আর সরকার প্রদত্ত মাসিক কল্যাণভাতা কখনো আসে শুকর বাড়িতে কখনো গাধায় করে। প্রমাণ একেবারে হাতে নাতে, জুন ১৯৯৫-এর টাকা জুলাই-এর পৌর বেলায়ও কোনো খোঁজ নেই অথচ চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সার্বিক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন তথা ভিজিল্যান্স টীম নামে একটি অভিনব দলের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে।

সব সমালোচনার পরেও বলতে হয় বেশ ক' বছর সরকার নকল প্রতিরোধে কিছু কিছু কার্যকরি পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাতে করে দেশের সর্বত্র না হলেও কিছু কিছু স্থানে কোনো কোনো বছর নকলে মন্দা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরীক্ষা পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন নকল প্রতিরোধ তথা শান্তি শৃংখলা রক্ষায় আগের তুলনায় কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে দলে দলে টিএনও, ডিসির টীম ঘোরাফেরা করছে যাতে করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা নকল করা থেকে বিরত হচ্ছে। আর যারা হচ্ছে না তারা করে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে নকলের মানসিকতা দূর হচ্ছে না। কারণ মানসিকতা তো একদিনের সৃষ্ট নয়।

কিন্তু মজার হলেও নির্জলা দুঃখ এ প্রশাসন তথা এসব ভিজিল্যান্স টীমের সঙ্গে কর্তব্যরত শিক্ষকদের কোনো যোগাযোগ নেই। নকল প্রতিরোধে তারাও যে একসঙ্গে কাজ করতে পারে এ ব্যাপারে ধরতে গেলে প্রশাসন উদাসীন। অনেক ক্ষেত্রে একটা ধারণা জমালেও জমাতে পারে যে শিক্ষকরা নকলের সহযোগিতা করে।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষক এবং প্রশাসন পরস্পরের ভূমিকা পালনের ভেতর তাদের মধ্যে দূরত্ব রয়ে যাচ্ছে এবং কখনও কখনও প্রশাসনের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে একপ্রকার উর্ধতন, অধঃস্তন প্রবণতা ক্রিয়াশীল। দেশের সার্বিক ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষকরা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শিকার হবার পরেও একটু মর্যাদা নিয়ে বাস করতে চায়। তাদের ভেতর কাজ করে এক প্রকার অহংবোধ। প্রশাসনের তৈরি ভিজিল্যান্স টীম নামে এক প্রকার আমলা নির্ভর দলে কিছু কিছু অযোগ্য তথা অবাঞ্ছিত লোকের প্রবেশ এবং তাদের আহামরি চালচলনে দেশের কিছু কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যা খুবই পরিতাপের বিষয়। কোনো কক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রদর্শক কর্তৃক তাদের যে কেউর পরিচয় হলে তারা অপমানিত বোধ করছে। এসব আচরণে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে শেষ সম্বলটুক রক্ষারও কোনো সংস্থা খুঁজে পাচ্ছে না অবহেলিত শিক্ষক সমাজ।

একটা পরীক্ষা কেন্দ্রের সব ছাত্র খারাপ নয়। সবাই কিন্তু নকল করে পাস করতে চায় না। তবে দেখা যাচ্ছে অনেক ভাল ছেলে শিকার হয়ে যাচ্ছে দুর্ভাগ্যের। সুতরাং পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক সুন্দর ব্যবস্থার জন্যে শিক্ষক এবং প্রশাসনের দূরত্ব কমিয়ে আনা খুবই প্রয়োজন। আবার যে যে জায়গায় প্রশাসন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'বুকিট' হচ্ছে বা হতে বাধ্য হচ্ছে সেসব কেন্দ্রে এখনও বাহাত্তর। 'বেশি পাস বেশি ভর্তি', এরকমই একটা আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ বা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নকল করার সুযোগ করে দিচ্ছে। তা না হলে অর্থনৈতিক অবনতি আবশ্যক হয়ে ওঠে। বেতন ভাটা পড়ে। এসব কিছুর জন্যে দরকার ঘুষ নামক একটি মাদকীয় দ্রব্যের। তবে সুখের বিষয় নকল দেখা যায় ঘুষ দেখা যায় না।

এ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হাজার সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের সার্বিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়। তারপরও এরা স্থানীয় রাজনীতির শিকার। ম্যানেজিং কমিটি নামে একটি কমিটির তাবেদারিত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের গতিকে আরো ছিন্নমুখী করছে। এখানে বেঞ্চ অপেক্ষা ছাত্র বেশি আর ছাত্র অপেক্ষা অব্যবস্থা প্রচুর। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থা দূর করার মানসিকতা সরকারের অল্প বিস্তর থাকলেও তা কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেনা। প্রতিষ্ঠানের এরূপ অব্যবস্থা থেকে ছাত্রদের মনে এক প্রকার হীনমন্যতার জন্ম হচ্ছে। এই হীনমন্যতা তাদের নকল প্রবণতা বৃদ্ধির আরো একটি কারণ হতে পারে।

এ দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈষম্যহীন ও গণমুখীকরণ তথা পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে নকল প্রবণতা নামে এই দুষ্টব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব। ঘুষ, সন্ত্রাস, ভোট কারচুপি, এসব ক্ষতগুলোর সঙ্গে নকল প্রবণতা আছে থাকবে একের সঙ্গে আর একের গাট-ছাট-মিলে মিশে একাকার। ঘুষ, সন্ত্রাস, কারচুপি এসব কিছুর ফাঁক ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে নকল প্রবণতা। অতএব প্রতিরোধ হওয়া উচিত একই সঙ্গে, দেশের সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। এখন কথা হচ্ছে কে করবে এই প্রতিরোধ? কারা? কোন কর্তৃপক্ষ? এখনতো সর্বত্র সর্ষের ভেতর ভূত।

পরিতোষ হালদার ঃ কলেজ শিক্ষক।